Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 210 – 215
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'গোরা' উপন্যাসের আলোকে রবীন্দ্র-ভাবনা : জাতীয় সত্ত্বার পুনরুত্থান

পূরবী চ্যাটার্জ্জী
Email ID : purabichatterjee2000@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Rabindranath Tagore, Swdesh, Reconstruction, Gora, Novel.

Abstract

Freedom is our own right. The individual struggle for freedom has been going on for ages. When India was under British rule, the individual struggle turned into a mass struggle. August 15, 1947, our country India got freedom under British rule. in exchange for the blood, struggle and sacrifice of many patriots. India was under British rule for almost two hundred years, after the 76 years of independence, that history stirs our minds. However, this swaraj- gain did not happen in a day, many freedom fighters became fighters and revolutionaries in the freedom movement without caring about their lives. Also the people of the country have joined the freedom movement in various ways. Society has seen freedom Swaraj in different perspectives. As we know, extremist (Dadabhai Naoraji, Gopalkrishna Gokhale, and Surendranath Bandyopadhyay etc.) and moderate (Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Roy, Bipinchandra Pal etc.) two groups were formed. That is there was a point- of- view difference. In the literary world, there are many writings on the topic of freedom. Many writers and Rabindranath Tagore writings have emerged. We all know that Rabindranath was an eyewitness. This nationalism influenced the novel 'Gora'. He has participated in everything from holding meetings in the Swadeshi Movement in Kolkata to taking to the streets to encourage people to wear Swadeshi clothing. But Rabindranath broke and reconnected his ideas almost all the time, which was influenced by the novel 'Gora'. it is clear evidence of what was Rabindranath's spirit about the Swadeshi movement. He doesn't believe Indians all rules and regulations should be accepted immediately. Just as the good of one's country should be immediately accepted, the bad should also be discarded. His national identity is universal. How and through which direction this national entity became universal is the subject of this essay.

Discussion

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'/ তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।"[১]

ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের অধিনের থেকে স্বাধীনতা লাভের প্রসঙ্গে কবিগুরুর রচিত এই সঙ্গীতটি দেশবাসীর মননে, চিন্তনে ছড়িয়ে আছে। যেহেতু, সাহিত্য সমাজের আয়না। তাই সাহিত্য জগতেও স্বাধীনতা প্রসঙ্গ নিয়ে চলেছে বহু লেখালেখি। এই স্বাধীনতার সমকালীন সময়ের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি স্বাধীনতা অর্থাৎ, স্ব+অধীনতা, এই অধিকারকে খন্ডিত দৃষ্টিতে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনই মনে করতেন না, নিজের দেশকে ভালোবাসলে, অন্য দেশকে ঘৃণা করতে হয়। তাইতো স্বাধীনতা স্বরাজের প্রসঙ্গ উঠলে সমকালীন একজন সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমাদের মননে চিন্তনে ভেসে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ চেতনা পরিবর্তমান। তাঁর রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ করা যায়– নাটক, উপন্যাস, কবিতা, বহুক্ষেত্রে বহু সংস্করণে, বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই পরিবর্তন বিষয়, আঙ্গিক, জীবনদর্শন- যা সাহিত্য বা সমাজ যেকোনো দিক থেকেই হোক না কেন ক্রমাগত তাঁর লেখার বহুক্ষেত্রে ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নেপাল মজুমদার বলেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নির্বিশেষ বা 'হঠাৎ একদিন পড়িয়া পাওয়া' গোছের সম্পূর্ণ মতবাদ নহে, তাহার শুরু আছে, অন্তবিরোধ আছে, ক্রমবিকাশ আছে, পরিপক্কতা আছে।"[২]

১৯০৫ এর দশকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরোপুরি স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ যা কিছু দেশীয় গ্রহনযোগ্য এবং বিদেশি সমস্ত কিছুই বর্জনীয় এই মতবাদে, আর পাঁচজন স্বদেশীদের মতো তিনিও বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্তের গান ভারতবাসীর মুখে মুখে ফিরছিল। রজনীকান্ত গেয়ে উঠছিলেন- "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই," এবং কবিগুরুর কণ্ঠে- "বাংলার মাটি বাংলার জল" - এই দুটি গান গোটা দেশ জুরে সারা ফেলেছিল।[৩] শুধু তাই-ই নয় ভারতের তৈরি দ্রব্য দিয়েই নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জিনিস-পত্র তৈরীতে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ববিন্দ তথা গোটা ভারতবাসী লেগে পড়েছিল। বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে সহযোগিতার কাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার সঙ্গীরাও সামিল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে যার চিত্র রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলে ধরেছেন –

> "স্বদেশী দেশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভায় উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। দেশলাই তৈরি করতে হবে তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্প বয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, গেলাম তাহার কল দেখিতে। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছার এক টুকরো তৈরি হইয়াছে।"[৪]

এই রকম উৎসাহের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সহযোগিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকে যোগদান করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুয়ানী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, সময় যত এগিয়েছে তিনি নিজেকে অন্বেষণ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যা কিছু প্রাচ্য তাই গ্রহণযেগ্য অথবা যা কিছু পাশ্চাত্য তাই বর্জনীয় এ বিষয়ে সঠিক নয়। এই মতভাবনাটি যত সময় এগিয়েছে তত পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য জীবনে-সৃষ্টিকর্ম গুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ১৯০৭-১৯২০ খ্রিস্টব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচিত 'গোরা' উপন্যাসে সেই পরিবর্তমান রাবীন্দ্রিক মনোভাব, যা খণ্ডিত থেকে অখণ্ডিতের পথে ধাবমান হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

মহাকাব্যসম 'গোরা' উপন্যাসে গোরা যে ভারতবর্ষের কল্পনা করেছিলেন তার অন্বেষণ করতে করতে, তার মনভাবনার পুনরুত্থান অর্থাৎ নতুন করে জাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণ কোন কোন দিক থেকে এবং কীভাবে ঘটেছিল, তা অন্বেষণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের মননেও যে নতুন অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেছিল, এই গবেষণা প্রবন্ধ তার একটা আলোচনা করা যাক -

রবীন্দ্র রচিত 'গোরা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরাকে রবীন্দ্রনাথ একজন হিন্দু ধর্মের প্রতিভূ হিসাবে হাজির করলেন। গোরা হিন্দু ধর্মের প্রচার করতে চেয়েছিল। তার পাশাপাশি গোরার মন যে জাত-পাতের ভেদাভেদে আকৃষ্ট তা ঔপন্যাসিক পরিবেশন করলেন। গোরা বলছে তার পালিত মা আনন্দময়ীকে –

> "তোমার ঐ খ্রিস্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে যাওয়া চলবে না।"[৫]

বাড়ির খ্রিস্টান পরিচারিকার উদ্দেশ্যে সে একথা অনায়াসেই বলতে পারে। এই স্বদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপন্যাসের প্রথম দিকে গোরার যে ভাবনা, তা স্পষ্ট করা আবশ্যক। হিন্দুত্ববাদী গোরা এবং তার দলবল মিলে একজোট হয়ে হিন্দুহিতৈষীর অফিস খুলে সবাই মিলে একজোট হয়ে আলোচনায় বসে, যার বিবরণ উপন্যাসটির সপ্তম পরিচ্ছেদে বিদ্যমান-

> "বিনয় জানিত আর্মহার্স্ট স্ট্রিটে একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া হিন্দুহিতৈষীর আপিস বসিয়াছে, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গোরা আপিসে গিয়া সমস্ত বাংলা দেশে তাহার দলের লোক যেখানে যে আছে সবাইকে পত্র লিখিয়া জাগ্রত করিয়া রাখে।"[৬]

এই প্রসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে স্বদেশ প্রেমিক কবি গুরুর স্বদেশের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ সেই দৃশ্যটিই পরিস্কার হয়। স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠাকুর পরিবারের বহু সদস্য সহ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এরকমই গোপনে সভা করতেন, যা রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু গ্রন্থে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের প্রণিধানযোগ্য কথনটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে–

> "জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। এই স্বদেশীকতার সভা কলিকাতার এক গলির মধ্যে পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছেদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদার তাহার নানা প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন।"[৭]

এই স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে ঠাকুর পরিবারসহ রবীন্দ্রনাথ যে কর্মকাণ্ড তার ছাপ 'গোরা' উপন্যাসে স্পষ্টতই রয়েছে, এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়েছে। বস্তুতপক্ষ, গোরার হিন্দুহিতৈষী মনন যেন রবি ঠাকুরেরই মনন। গোরা সর্বদা যে ভারতবর্ষ কল্পনা করত, গোরার বন্ধু বিনয় যখন প্রশ্ন করে-

> "ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য? খুব স্পষ্ট?"[৮]

গোরা এটাই বোঝাতে চাইল –

> "আমি পথ ভুলতে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমার সেইলক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ - ধমে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ - সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই! আছে কেবল চারিদিকের মিথ্যেটা! এই তোমার কলকাতা শহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক ইঁটকাঠের বুদবুদ!"[৯]

কিন্তু, বাস্তব জীবনে থাকতে গেলে আপিস আদালত ইঁটকাঠের বুদবুদ এই সমস্ত কিছুকে স্বীকার করে নিতেই হবে, তার কারন এই সমস্ত কিছু নিয়েই বাস্তবজগৎ। এখানে খণ্ডিত মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে।

'গোরা' উপন্যাসের ছাব্বিশ নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা যায় স্বদেশ সম্পর্কে গোরার গোঁড়া মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গে আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবর্তমান স্বদেশ চেতনার কথা প্রসঙ্গ জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কারন, মননের সেই প্রভাবই 'গোরা' উপন্যাসে আগাগোরা বিদ্যমান। সমসাময়িক সাহিত্যিক প্রফুল্লচন্দ্র সরকার 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ নিজের মতের সাথেই স্ববিরোধিতা করেছেন-তা তুলে ধরেছেন। প্রথমটি হল ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বক্তিতা দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক প্রফুল্লচন্দ্র সরকার এই গ্রন্থটিতে জানিয়েছেন-

> "সেই বক্তৃতায় তখনকার শিক্ষিত সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। এই স্বদেশী সমাজ'ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতিগঠনের নিজস্ব পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। দেশ ও

> জাতিকে সংগবদ্ধ করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনততন্ত্র ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনা মূল ভিত্তি, ...স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও করা হইয়াছিল।”[১০]

নিজের দেশকে বিদেশিদের প্রভাব থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখবার জন্য এই পদক্ষেপ। পুরোপুরি দেশীয় রীতি-নীতি অবলম্বন, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। সত্যি এ কথা স্বীকরণীয় দেশ-কাল-সময়-এর প্রভাব সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় আর তাই সাহিত্যে সেই প্রসঙ্গ আসার আগে তা সাহিত্যিকদের মননে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো দিনই কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ থাকেননি। স্বদেশী ভাবনায় রবীন্দ্র মননের নবজাগরণ ঘটল, ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির প্রসঙ্গে এক অতুলনীয় কথা বললেন, তাঁর রচিত ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন -

> “ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য অবয়বটি যদি আমরা অবলম্বন করি, তবে আমরা ভুল করিব। যাহা ইংল্যান্ডের ইতিহাস বাড়িয়েছে, ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। এই কারনেই বিলাতে গিয়া আমরা ইংরেজের বাহ্য আচারের যে- অনুকরণ করি, এ দেশে তা অস্থানিক অসাময়িক বিদ্রুপ মাত্র। কিন্তু সেই সভ্যতার চিরন্তন অংশটি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে তাহা সর্বদেশে সর্বকালেই কাজে লাগিবে।”[১১]

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন সাহিত্যিক যিনি ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি প্রসঙ্গে সর্বদেশের উন্নতির প্রসঙ্গে কথা বললেন। শুধুমাত্র তাই-ই নয় ইউরোপের আদোপ-কায়দা যেমন ভারতীয়দের অনুকরণ করার বিপক্ষে কথা বললেন। ঠিক তেমনই সেই সভ্যতার অংশ, যা শুধু মাত্র ভারতবর্ষ কেন, অন্যান্য দেশের পক্ষে লাভজনক সে প্রসঙ্গও উপস্থাপিত করলেন। তারপর ১৯০৮ এর দশকে তিনি স্বদেশকে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, সে বিষয়ে নিজেই বক্তব্য রাখছেন, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে তিনি গ্রামীণ মানুষের কথা শিক্ষার কথা বলেছেন, দেশের কথা তিনি অনন্য ভাবে ভাবছেন সেই প্রসঙ্গে ১৯০৮ সালে পাবনায় দেওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণিধানযোগ্য বক্তব্যটি প্রফুল্লচন্দ্র সরকার-এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় –

> “দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কয়েকটি পল্লী লইয়া এক একটি মন্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মন্ডলীর প্রধানগন যদি গ্রামের সমস্ত কার্যের ভার এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মন্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলতে পারেন তবে স্বায়ত্ব সম্মেলনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।”[১২]

এই সমকালে তখন ‘গোরা’ উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, তাই তো ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের ছাব্বিশ নম্বর পরিচ্ছেদে গোরা চরিত্রটিকে শহর কলকাতা ছাড়িয়ে চরঘোষপুর গ্রামে নিয়ে এলেন। যে চরঘোষপুর ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ আছে, নারী নির্যাতন, কুসংস্কার, জাত-পাতের ভেদাভেদ বিদ্যমান। হিন্দু ব্রাহ্মণ এই দুই সম্প্রদায়কে ঘিরে মানুষের সাথে মানুষের যে ভেদাভেদ তাতে গোরা দেখেছে এবং নিজেও সাথে সামিল হয়েছে। কিন্তু সেই গ্রামে সে দেখল বৃদ্ধ নাপিত রমাপতি জাতিতে হিন্দু হয়েও এমনকি ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়েও সে মুসলমানের ছেলেকে লালন-পালন করেছে। গোরা যখন তা দেখে নাপিতকে তিরস্কার করেছে, নাপিত একটা কথায় বলেছে–

> “ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা কোনো তফাত নেই।”[১৩]

রবীন্দ্রনাথ নাপিত চরিত্রটিকে উপস্থিত করেছেন শুধু মাত্র গোরার চোখে আঙ্গুল দেবার জন্য নয়, সমকালীন সময়ে হিন্দুত্ব ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা অন্য সম্প্রদায়কে সংকুচিত চোখে দেখছিল তাদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষ যতটা না বিদেশি শক্তির কাছে পরাধীন তার থেকে বেশি পরাধীন নিজের দেশের মধ্যে থাকা এই ভেদাভেদের কারণে। এই যে ভাবনাটা তা রবীন্দ্র ভাবনায় আগে আসেনি, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, তাই যখন তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন প্রকৃত স্বাধীনতা কী? তখন তিনি ভারতবাসীকে জানান দিলেন বললেন ‘কালান্তরে’ এ -

> "বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পড়লে স্বরাজের মুলে আঘাত লাগে না। ...পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সর্থক করেছে... সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহিনী কল আকারের পরিণত করে আমরা ষূট কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।"[১৪]

যে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বদেশের তৈরি উপাদান দিয়ে দেশের মানুষদের কাপড় তৈরির জন্য উদ্যোগি হয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের দেশের প্রতি ভাবনার নবউত্থান ঘটল। গোরার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সে বিষয়টিই দেখালেন। গোরাকে এই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে সাতচল্লিশ জন আসামি হাজতে ছিল তাদের জন্য গোরা নিজে জামিন হতে চেয়েছিল, গোরা পুলিশের গায়ে হাত দেবার অভিযোগে জেলে গেছিল এবং জেল থেকে ফিরে গোরা যে শুদ্ধিকরণ করেছে তা বিশ্বজনীন স্বদেশ চেতনারই নামান্তর। গোরা যখন জানতে পারলো সে নিজেই খ্রিস্টান আইরিশ ম্যানের সে সন্তান তখনই পরিপূর্ণ ভাবে গোরার মধ্যে পুনঃজাগরণ ঘটল। যে ভারতবর্ষকে এতদিন গোরা হন্যে হয়ে খুজে বেড়াচ্ছিল, আগলে রাখছিল শক্ত করে, ব্রাহ্মণ পরেশবাবুর কাছে আজ সে নিজেই বলেছে -

> "পরেশবাবু, আমার কোনো বন্ধন নেই।"[১৫]

তাই আজ সে মুক্ত, নিজের স্বদেশ ভারতবর্ষকে সে আপন আনন্দময়ীর মধ্যেই খুজে পেয়েছে, আর আনন্দময়ীকে বলেছে গোরা -

> "মা তুমিই আমার মা যে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই - শুধু তুমি কল্যানের প্রতিমা। তুমি আমার ভারতবর্ষ।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীন জাতীয় সত্ত্বার প্রসঙ্গ 'গোরা' উপন্যাসে গোরার এই উদ্ধৃতির দ্বারা তা রবিঠাকুর নিজেই উপস্থাপিত করেছেন।

এই গবেষণা প্রবন্ধে রবিঠাকুরের স্বরাজ ভাবনার বিভিন্ন অভিমুখের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, যা সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিকদের বক্তব্য থেকে অনেকাংশে তুলে ধরা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় যে রবিঠাকুর স্বয়ং নিজেই নিজের বক্তব্যে তা স্পষ্ট করেছেন। স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির কথা বলেছেন, তাই তো একই সঙ্গে দেশের ভালো দিক এবং মন্দদিকের কথা তুলে ধরেছেন এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রেও তাদের যে সবই বর্জন করলে দেশের উন্নতি হয় এমনটা নয়, আবার বিদেশী যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা একেবারে সঠিক নয়। এই প্রবন্ধে যা স্বল্প পরিসরে দেখানো হয়েছে, যার বিভিন্ন অভিমুখ এই সূত্র ধরে তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্র মননে-চিন্তনে এই ভাবধারা পরিবর্তমান তা শুধু গোরা উপন্যাসেই নয় বিভিন্ন সংরূপের মধ্যেই বিরাজমান।

Reference :

১. https://www.tagoreweb.in/Songs/swadesh-234/o-amar-desher-mati-5005 তারিখ : ০১.০৯.২০২৩

২. মজুমদার, নেপাল, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ. ০১

৩. কবিরাজ, নরহরি, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা', কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ. ১৭১

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৩২, পৃ. ৮১

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-উপন্যাস-সংগ্রহ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৭, পৃ. ৫১৭

৬. তদেব, পৃ. ৫২৯

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীববস্মৃতি, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৩২, পৃ. ৭৮-৭৯

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথ-উপন্যাস-সংগ্রহ', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৭, পৃ. ৫২১
৯.তদেব, পৃ. ৫২১.
১০. সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র. জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৪, পৃ. ৪২-৪৩
১১.https://www.ebanglalibrary.com/51722/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0 তারিখ :.০১.০৯.২০২৩
১২. সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র, 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৪, পৃ. ৮৪
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'রবীন্দ্র-উপন্যাস-সংগ্রহ', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৭, পৃ. ৬১২
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫, পৃ. ৩৫১
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'রবীন্দ্র-উপন্যাস-সংগ্রহ', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৭, পৃ. ৭৯৩
১৬. তদেব, পৃ. ৭৯৫

Bibliography :

কবিরাজ, নরহরি. 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা', কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮।
গুপ্ত, ক্ষেত্র. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', 'দ্বিতীয় খন্ড', কলিকাতা, গ্রন্থালয়, ২০১৩।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'জীবনস্মৃতি', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৩২।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'রবীন্দ্র-উপন্যাস-সংগ্রহ', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৭।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'কালান্তর', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫।
পাল, প্রশান্ত. 'রবি জীবনী', ১ম খন্ড কলিকাতা, গণেশ মিত্র লেন,১২৬৮-৮৪।
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোশ', ১ম খন্ড কলিকাতা, সাহিত্য একাডেমি, ১৩৪০-১৩৫৩।
সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র, 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৪।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবন কথা', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৮৮১।
মজুমদার, নেপাল, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক এবং রবীন্দ্রনাথ', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮।
মজুমদার, পরেশচন্দ্র, 'বাংলা বানানবিধি', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৪।
রায়, নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র- সাহিত্যের ভূমিকা', কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪২৫।